‘‘যত দোষ নন্দ ঘোষ’’

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ, এস, এ
জুন ২০, ২০০৪

বাঙ্গালীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় প্রবাদ ‘**যত দোষ নন্দ ঘোষ**’ একটি অন্যতম সত্যিকার প্রবাদ। এই প্রবাদটি আমাদের বাঙ্গালীদের বেলায় অতি মোক্ষম ভাবে খাঠানো যায় এবং বিশেষ করে সারা পৃথিবীর মুসলমান অর্থাৎ ইসলামিষ্টদের বেলায় বেমালুম সত্যি কথা। এই দেখুন না, সে কবে আরবের প্যাগানরা আরাফাতের ময়দানে তাদের কল্পিত তিনটি দুষ্টু জ্বীনকে লক্ষ্য করে Cursing করত এবং পাথর ছুরে মারত। প্যাগানগন তাদের সকল অমঙ্গলের জন্য সেই জ্বীনদেরকেই দায়ী করত এবং সর্বদা ঘৃনা করত। এখানে দেখা যায় ‘**যত দোষ নন্দ ঘোষ**’।

তারপর ইসলাম এসে আবার সেই জায়গাটিতেই তিনটি পাথরের পিলার তৈরী করে সেইগুলিকে কল্পিত শয়তান রূপে Cursing করতে শুরু করে এবং প্রতি বৎসর পবিত্র হজ্জের সময় সারা দুনিয়ার মুমিন মুসলিমগন বেহুঁদা সেই তিনটি পাথরের গায়ে রাগ ও ইসলামী জোঁসের সাথে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। শয়তান কবে সেখান থেকে ভেগে সারাদুনিয়াতে বিশেষ করে বাংলাদেশের মত মুমিন-মুসলিমদের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে কি সারা দুনিয়ার মুমিন মুসলিমরা বৎসর এর পর বৎসর পাথর মেরেই চলেছে। এখানেও সেই ‘**যত দোষ নন্দ ঘোষের**’ খেলা। তবে আমার আজকের এই নন্দ-গোসের লেখাটির সখ হল সম্প্রতি বাংলাদেশের OIC-Chairman প্রার্থী সা, কা, চৌধুরীর ভরাডুবির খবরটি থেকে। সে কথায় আমি পরে আসছি।

প্রায় প্রত্যেক মুসলিম ভাইগন তাদের ছোটবেলায় যখন মোল্লাদের দ্বারা জীবনের আসল ও প্রথম **মগজ ধোলাইয়ের** কাজটি সমাধা হয় ঠিক তখনি একটি অমুল্য বানী তাদের কানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এবং তাহা হল—**এই আল্লাহর পৃথিবীতে কেবল মুসলিমগন সত্যিকারের ভাল মানুষ; আর সকল মানুষ যেমনঃ ইহুদী, খৃস্টান (নাছারা), হিন্দু ইত্যাদি অমুসলিমগন সবাই খুব অসৎ এবং খারাপ মানুষ; যাদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না।** আল্লাহ সুধু মুমিন-মুসলমানদেরকেই পছন্দ করে থাকেন। আবার এসব সকল অমুসলিম কাফের দের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ও অপবিত্র মানুষ হল গিয়ে ইহুদীরা। ইহুদীরা হল আল্লাহর চরম সত্রু এতে কোন মুসল মানের সন্দেহ নেই। মুসলিমরা, বিশেষ করে মুমিন-মুসলমানরা ইহুদীদেরকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই তারা তাদের জীবনের যে কোন Failure এর জন্য যখন আর অন্য কাউকে পায় না তখন একেবারে ঢাঁলাও ভাবেই এই আল্লাহর শত্রু ইহুদীদেরকে দোষ দিয়ে থাকে। অর্থাৎ—**‘যত দোষ নন্দ গোস’ আর কি!**

একসময় ছিল যখন সারা পৃথিবিতে যেখনে যাহাই ঘটত তার জন্য সি, আই, এ (CIA) কে একেবারে ঢাঁলাও ভাবে দোষ দিত। গত এক দশক ধরে, বিশেষ করে গত ৩/৪ বৎসর ধরে সারা বিশ্বে যাহাই ঘটুক না কেন, মুসলিম গন এক বাক্যে দোষ দিয়ে থাকে ইহুদীদেরকে। সামান্য কয়েকটি নমুনা এখানে পেশ করলেই আমার বক্তব্য একেবারে দিনের মত স্পস্ট হয়ে যাবে। এই ধরা যাক, আন্তর-জালে (Internet) ইসলাম-মুসলিম বিরোধী কোন লেখা দেখলেই ইসলামিষ্টগন সোজা ইহুদীদের ঘারে দোষ চাপিয়ে দেয় এবং ইহুদীরা এসব লেখকদেরকে টাকা দিয়ে মোটা-তাঁজা করছে তা’ও বলে দেয় স্পস্ট এবং জোড়াল ভাষায়।

এই ৯/১১ এর কথাই ধরা যাক! এই জগন্য ঘঠনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সৌদীর এক প্রিন্স ফতোয়া

দিলেন যে এটা ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ইসলামের ক্ষতি করার জন্য। আর যায় কোথায়? সারা বিশ্বের মুসলিমগন একেবারে কোরাস গাওয়া শুরু করলেন—''**এটা নির্ঘাত জুইস বেটাদের কাজ। মুসলিমরা এই কাজ মোটেই করতে পারে না, কারণ কোরানে মানুষ হত্যার কথা নেই। ইহুদীরা ইসলাম কে ধংস করার জন্যই ৯/১১ এর ঘঠনা ঘটিয়েছে।''** সারা সভ্য দুনিয়াতে যতই শক্ত প্রমান বের করুক না, ওসামা যতই ৯/১১ এর সাফল্যের বড়াই করুক না কেন; ওসামার জেহাদী সৈনিকরা ৯/১১ এর দায়ীত্ব যতই স্বীকার করুক না কেন—মুসলিমগন কিন্তু এখনো বলে যাচ্ছে যে এই কাজ আর কারও নয়, এই কাজ বেটা হারামী ইহুদীরাই করেছে। ঔ একই রোগ, **'যত দোষ নন্দ গোস'** আর কি!

ইরাকের পতনের পর ক্রমে ক্রমে যখন Iraqi insurgents এর গেরিলা বোমাবাজী শুরু হল, তখনো ইরাকি মুসলিমরা (কেহ কেহ) প্রথম প্রথম তাদের দেশে বোমাবাজীর জন্য ইসরাইলকে দোষী করে এবং এটা ইহুদীদের ষড়যন্ত্র বলে সন্দেহ করতে থাকে (অবশ্য অনেক ইরাকী বলেছে এসবের জন্য ইরাকীরা দোষী নয়, নাছারা আমেরিকানরাই দায়ী। ৯/১১ এর পর বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতে যখন ইসলামী বোমাবাজী চলতে থাকে,ঠিক তখনও মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই এটাকে ইহুদীদের কারসাজী মনে করেছে। ইসরাইলে যখন প্যালেস্টাইনী জিহাদীগন তাদের সুইসাইড বোমাবাজী করছিল, ঠিক তখনও মুসলিমদের মধ্যে এবং অনেক প্যালেস্টাইনীরা এসবের জন্য ইসরাইলকে দায়ী করেছে। শেষ পর্যন্ত সৌদীর পবিত্র ভুমিতে সম্প্রতিকালে যখন আল-কাঁয়দা জিহাদীদের আসল কেঁচকা মার শুরু হয়েছে—তখন বেশ কয়েকজন সৌদী Prince এবং অনেক সাধারন সৌদী নাগরীক এই বোমাবাজীর জন্য সরাসরি ইহুদীদেরকে দায়ী করেছে। তারা বলেছে ইসরাইল এসবের পেছনে আছে। তাইত সৌদী Prince Bhandar সেদিন অনেক রাগের শুরেই বলেছে ''Please stop blaming others and look at yourself"। উপরোল্লিখিত সবগুলো ব্যাপারেই মুসলিমগন বেচারা ইহুদীদেরকেই দোষ দিয়েছে এবং এসবই ঘটেছে সেই পুরানো মহারোগ— **'যত দোষ নন্দ ঘোষ'** এর জন্য।

সবচেয়ে মজার ঘঠনাটি ঘটেছে এই সেদিন বাংলাদেশে। একাত্তুরের বিক্ষাত রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধী কুক্ষাত সা, কা, চৌধুরী OIC তে হেরে গিয়ে নিজের দেশে ফিরে বলেছে—''**এটা ইসরাইলীপন্থিদের বিজয় এবং তুরস্কে এখন থেকে ইসরাইলের পতাকা উড়বে'। তিনি আরও বলেছেন—''এটা প্র-ইসরাইলী লবির বিজয়'**। কি আর্শ্চয্য? মুসলিমগন এখানেও সেই **'যত দোষ নন্দ ঘোষ'** এরই ভুঁত দেখতে পাচ্ছে। মুসলিমদের কেম্প 'ওআইসি'তেও হারামী ইহুদীদের আক্রমন? 'ওআইসি' হল গিয়ে ৫৭টি মুসলিম দেশের ক্লাব, সেখানে কোন অমুসলিমের গন্ধও থাকার কথা নয়। তবুও সেখানে সেই পুরুনো শত্রু **নন্দঘোষ??? ঘঠনাটি কি?**

বাংলাদেশে আরও একটি মোক্ষম প্রবাদ আছে। সেটা হল—**'দরবারে জিততে না পেরে ঘরে ফিরে বউকে পেটানো'।** সাঁ, কা, চোধুরীর ব্যাপারটি ঠিক তাই। নিজের অযোগ্যতা এবং একাত্তুরের কুকর্মের ফলে 'ওআইসি'তে হেরে এসে দেশে ফিরে সেই বউ পেটানোর মত মুসলিমের (ছোট বেলার মগজ ধোলাই হেতু) চিরাচরিত শত্রু ইহুদীদেরকে ধরে বসেছে। কারণ, মুমিন-মুসলিমগন সদা-সর্বদা তাদের failure এর পেছনে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র দেখতে পায়। আসলে মুসলিমদের মগজে **'যত দোষ নন্দ ঘোষ'** এর ভয়ংকর ভাইরাসটি **Permanently** বাসা বেধেছে। তাই সারা বিশ্বের মুমিন-মুসলিমরা তাদের সকল Failure এর জন্য সুধু ইহুদীদেরকেই দোষ দিতে খুব ভাল বাসে। এটা বোধ হয় সেই বাঙ্গালীদের প্রবাদ **''যত দোষ নন্দ ঘোষ'** নামের মহারোগ! কি বলেন সম্মানিত পাঠকগন? পশ্চিমা কাফেরের দেশে বাস করা (বিশেষ করে সদালাপির ভাইরা)মুমিন-মুসলিমগন কি বলেন?